দৈনিক জনকণ্ঠ

১/১১/২০০০

দেশের সোয়া দু'শ' প্রফেসর সিলেকশন গ্রেড ও সিনিয়র স্কেল বঞ্চিত!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ দেশের প্রায় সোয়া দু'শ' সিনিয়র প্রফেসর সিলেকশন গ্রেড এবং সিনিয়র বেতন স্কেল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কোনরকম বিতর্ক ও আপত্তি না থাকলেও স্রেফ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং খামখেয়ালিপনার কারণে কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছা এসব শিক্ষককে দুর্ভোগ ও হতাশার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত দু'বছর ধরে সিলেকশন গ্রেডের ফাইলটি এবং ১৫ মাস ধরে সিনিয়র স্কেলের ফাইলটি মুভ হচ্ছে না। কর্মরত প্রফেসরদের মধ্যে সিলেকশন গ্রেড পাবার যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন ১২৭ জন। আর ৯৯ জন প্রফেসর সিনিয়র স্কেল পাবার যোগ্য। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে অহেতুক হয়রানির শিকার হয়ে শিক্ষকরা অবসরে যাচ্ছেন বা দুনিয়া ছেড়ে বিদায় হচ্ছেন। জানা যায়, দেশের অনার্স ও মাস্টার্স থাকা কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং সিনিয়র অধ্যাপকদের প্রায় ছ'শ' পদের মধ্যে সিলেকশন গ্রেডের পদ রয়েছে ১৫২টি। এর মধ্যে সিলেকশন গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন মাত্র ২৫ জন। '৯৯ সালে সর্বশেষ সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়। ফলে যোগ্য সিনিয়র প্রফেসর থাকা সত্ত্বেও ১২৭টি সিলেকশন গ্রেডের পদ শূন্য রয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় ধাপ সিলেকশন গ্রেডের বেতন স্কেল ১১ হাজার ৭শ' থেকে ১৩ হাজার ৫শ' টাকা। অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের সিনিয়র প্রফেসরদের এই গ্রেড দেয়া হয়। শিক্ষকতা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সিলেকশন গ্রেড পাওয়া একদিকে সম্মানের এবং অন্যদিকে যোগ্যতার স্বীকৃতিলাভ। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে '৯৩ সালে প্রফেসর হয়েছেন এমন শিক্ষক আজও সিলেকশন গ্রেড পাননি। এদিকে প্রফেসরদের সিনিয়র স্কেল প্রদানের বিষয়টিও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে। '৯৫ সালে পুরানো স্কেলে (৭১০০-৮৫০০) যাঁরা শেষধাপে পৌঁছান তাঁরা এক বছর পর থেকে নতুন স্কেলে বেনিফিট প্রাপ্য। এই স্কেল হবার কথা ১১ হাজার ৭শ' থেকে ১৩ হাজার ৫শ' টাকা। দেশে সিনিয়র স্কেল পাবার যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন ৯৯ জন এবং তাঁদের ফাইলটি ২০০০ সালের আগস্টে মুভ করতে শুরু করে। গত ১৫ মাস ধরে ফাইলটি পড়ে আছে মন্ত্রণালয়ে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন সময় ও সুযোগমতো এসব শিক্ষকের ফাইল মুভ করবে। তিনি স্বীকার করেন যে, সিলেকশন গ্রেড এবং সিনিয়র স্কেল প্রদানের বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলে আছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব প্রফেসর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন জনকণ্ঠকে বলেন, সমিতির পক্ষ থেকে গত দু'বছর ধরে সিলেকশন গ্রেড এবং সিনিয়র স্কেল প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রী, সচিব ও ডিজি লেভেলে অসংখ্যবার দেনদরবার হয়েছে। বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও কোন সুফল না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। কেউবা চলে যাচ্ছেন অবসরে, কেউবা অবোর পরপারে।